যুগান্তর

17.3 JAN 2015

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য

আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী **মোস্তাফিজুর রহমান** যুগান্তরকে বলেন, সরকারি স্কুলগুলো আমাদের মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। বেসরকারি স্কুল আইন সম্পর্কে আমার জানা নেই। ১৯৬২ সালের বেসরকারি স্কুল নিবন্ধন আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক যা বলেন সেটিই ঠিক আছে। তিনি অবশ্যই জেনে বলবেন। দণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, আইনে যদি কোনো সাজা বা দণ্ড থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা কার্যকর করা হবে। ভর্তি ফি বা নবায়ন সম্পর্কেও তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুল সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রণালয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুল অর্ডিনেন্স ১৯৬২ সালের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ২০১১ সালে ১৮ আগস্ট প্রণয়নকৃত বিধিমালায় টিউশন ফি, ইত্যাদিতে বলা হয়েছে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিপরীতে ভর্তি নবায়ন বা পুনঃভর্তির নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো অর্থ অনুদান বাবদ গ্রহণ করা যাবে না। তিনি বলেন, যদি কোনো আইন থেকে থাকে তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

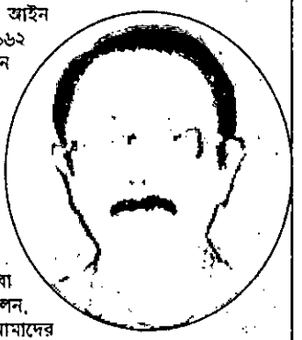

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক **এসএম মেজবাহউল ইসলাম** বলেন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঢাকা শহরে প্রায় ১ হাজার ৪০০ এর মতো বেসরকারি বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ১৬৬টি স্কুল নিবন্ধন নিয়েছে বাকি স্কুলগুলো কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক **মো. আলমগীর** যুগান্তরকে বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা হল বিভাগীয় উপপরিচালক ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারবেন না। এজন্য তার একার পক্ষে এতগুলো স্কুল পরিদর্শন করে রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে গেছি। মন্ত্রণালয় থেকে এটি হয়ে এলে তারা যদি অনুমোদন দেয় যে বিভাগীয় উপপরিচালক তার যে কোনো

ভর্তি পরীক্ষার সময় স্কুলের গেটে অভিভাবকদের ভিড়

কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দিয়ে এটা করতে পারবে। তাহলে এটি আমাদের আওতায় আসবে। তারপর একটি তারিখ দিয়ে আমরা মিটিং করব।

এ অধ্যাদেশের ১৭(২) এর টিউশন ফি, ইত্যাদি তে বলা হয়েছে ভর্তির নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনুদান বাবদ কোনো অর্থ আদায় করা যাবে না।

এ সম্পর্কে জনাব আলমগীর বলেন, অবশ্যই এটি উচিত নয়। যদি কোনো স্কুল আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শেষে প্রমাণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। ভিকটিম বা তার পক্ষ থেকে যে কেউ লিখিত আবেদন করলে বা অনেক সময় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব **মোহাম্মদ রেজাউল হক** যুগান্তরকে বলেন, অভিভাবকদের চিন্তাচেতনায় পরিবর্তন আসতে হবে। তারা যেখানেই ভর্তি ফি বা বেতন বেশি, সেই স্কুলের শিক্ষার মান ভালো মনে করে। তাই তারা সেসব স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে বেশি আগ্রহী হয়। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে বেশি বেতন বা ভর্তি ফি নির্ধারণ করে। অভিভাবকদের এ প্রবণতা পরিবর্তন করে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভর্তি বাণিজ্য বা স্কুলিং ব্যবসার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আইন বাস্তবায়ন এবং তার প্রয়োগ এমনি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনে মানববন্ধন করতে হবে। ভর্তি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সাধারণ মানুষকে।